সমকাল

তারিখ 24 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৭-৭ কলাম ...

খুলনায় সরকারি স্কুলে ভর্তি

নতুন ফলে বাদ পড়ল ১৪১ শিক্ষার্থী, দিনভর বিক্ষোভ

খুলনা ব্যুরো

খুলনা মহানগরীর সরকারি তিন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৪১ শিক্ষার্থীকে বাদ দিয়ে নতুন ফল ঘোষণা করেছে ভর্তি কমিটি। এতে খুলনা জিলা স্কুলের ৫৭ জন, ইকবালনগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ৭৬ জন এবং সরকারি মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ শিক্ষার্থী বাদ পড়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে ভর্তি পরীক্ষার প্রথম ফল স্থগিত করেছিলেন জেলা প্রশাসক। ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে খুলনায় এমন ঘটনা এই প্রথম।

এদিকে ফলাফলে জালিয়াতির অভিযোগে দিনভর স্কুলগুলোর সামনে বিক্ষোভ করেছেন অভিভাবকরা। বিকেলে তারা খুলনা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনও করেন। সেখানে পরীক্ষার ফলাফলে অনিয়মের জন্য ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক ও খুলনার জেলা প্রশাসক মো. আমিন উল আহসানকে দায়ী করা হয়। জালিয়াতির প্রতিবাদে আজ রোববার তারা স্মারকলিপি পেশ এবং আগামী মঙ্গলবার হাইকোর্টে রিট করবেন বলে জানিয়েছেন।

জানা যায়, এ বছর খুলনার সরকারি জিলা স্কুল, করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি ইকবালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গভ. ল্যাবরেটরি স্কুল ও সরকারি কেডিএ খানজাহান আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এ সাত স্কুলের তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণির ১ হাজার ১৮২টি আসনের বিপরীতে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬ হাজার ৩৭০ জন। গত বৃহস্পতিবার সাতটি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। ফল প্রকাশের সকাল থেকেই অনুপস্থিত শিক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ দেখানোসহ ওই ফল নিয়ে নানা ধরনের অভিযোগ উঠতে থাকে। এ অবস্থায় ওই দিন রাতে ফল স্থগিত করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেন ভর্তি কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মো. আমিন উল আহসান। এর একদিন পর গতকাল শনিবার সকাল ৯টায় পুনরায় ফল প্রকাশ করা হয়।

অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, খুলনা জিলা স্কুলের দিবা শাখায় আগের উত্তীর্ণ হওয়া ১২০ জনের মধ্যে ৫৭ জন শিক্ষার্থীর নাম নতুন ফলাফলে নেই। একইভাবে ইকবালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ১২০ জনের মধ্যে ৭৬ জনের, মুহসিন স্কুলের ৬০ জনের মধ্যে ৮ জনের নাম নেই। অন্যান্য স্কুলের ফলাফল অপরিবর্তিত রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে অভিভাবকদের পক্ষে সেলিম হোসেন বলেন, ফলাফল নিয়ে নজিরবিহীন এই ঘটনার দায় জেলা প্রশাসকের। আমরা মনে করি অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে উত্তীর্ণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে নতুন করে ফল ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ ঘটনা নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বললে সার্ভারে ত্রুটির কথা জানিয়েছেন। কিন্তু ত্রুটি হলে শুধু তিনটি স্কুলের ফলাফলে হবে কীভাবে? অন্য স্কুল কীভাবে ত্রুটিমুক্ত রয়ে গেল। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এ জালিয়াতির দায়-দায়িত্ব জেলা প্রশাসককে নিতে হবে। না হলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করা হবে।

জেলা প্রশাসক মো. আমিন উল আহসান সমকালকে বলেন, সার্ভারে ত্রুটির কারণে প্রথম ফলাফলে কিছুটা ভুল হয়েছিল। এ জন্য পুনরায় যাচাই-বাছাই করে নতুন ফল প্রকাশ হয়েছে। এখানে কোনো অনিয়ম বা জালিয়াতির সুযোগ নেই।